ড. আবদুল আযীয আমের

ইসলামী দণ্ডবিধি

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইসলামী দণ্ডবিধি
বি আই এল আর এল এ সি-৯
ISBN : 978-984-90208-3-7
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর-২০১২

© : সংরক্ষিত

প্রকাশক
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

দাম ঃ ৩০০ টাকা US $ 15

Islami Dandabidhi, Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 300 US $ 15

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ইসলামী আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণার যে ঘাটতি রয়েছে তা দূর করার লক্ষ্যে শুরু থেকেই এ প্রতিষ্ঠান অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামী শরীয়া সম্পর্কে যতটুকু পাঠদান করা হয় তাতে আধুনিক জীবন ও সমাজের সামগ্রিক আইনি সমাধান পাওয়া যায় না। বিশেষ করে সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত আইন শরীয়া আইনের পাঠ্যতালিকায় একেবারেই অনুপস্থিত। এই শূন্যতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই গ্রন্থের প্রকাশনা। এই গ্রন্থের উর্দু ভার্সন আমার নজরে আসার পর এটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। নানা কারণে বইটি যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিলম্বে হলেও ইসলামী দণ্ডবিধি-এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর অশেষ শোকর আদায় করছি।

লিবিয়ার বেনগাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইনের অধ্যাপক ড. আবদুল আযীয আমের-এর আরবী ভাষায় রচিত 'আত-তাযির ফিশ-শারীআতিল ইসলামিয়্যা' (ইসলামী দণ্ডবিধি) গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রামাণ্যগ্রন্থ। এ পর্যন্ত মূল গ্রন্থটির দ্বাদশতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। উর্দু, ফারসী, তুর্কিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়-এর শরীয়া অনুষদের অধীন একটি গবেষণাপত্র। গ্রন্থটি সম্পর্কে শরীয়া ও আইনের প্রখ্যাত অধ্যাপক শায়খ আবু জাহরা র. মন্তব্য করেছেন, 'ইসলামী দণ্ডবিধির তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং প্রচলিত বিচারব্যবস্থা ও দণ্ডবিধির অসারতা এ গ্রন্থে চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে।' গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের আইনের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য একটি আবশ্যিক পাঠ্যগ্রন্থ হওয়ার মতো উপাদান সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের আইন, ইসলামিক স্টাডিজ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ গবেষক, আইনজীবি, সচেতন মহল ও চিন্তাশীলদেরকে এ গ্রন্থ ইসলামী আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আইনের ব্যাপ্তি ও পরিধি সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা দেবে। বস্তুত ইসলাম যে কেবল কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর ধর্ম নয়-এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। আশা করি, সম্মানিত পাঠকবর্গ আমাদের এই অনুভূতির সাথে একমত পোষণ করবেন। ইসলামী আইন অন্বেষী মহলের যৎকিঞ্চিৎ উপকার হলেও আমাদের এ আয়োজন সার্থক হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন কবুল করুন।

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

অনুবাদকের নিবেদন

আলহামদুলিল্লাহ! আত-তাযির ফিশ-শারীয়াতিল ইসলামিয়্যা (ইসলামী দণ্ডবিধি) এর প্রথম খণ্ড সব পর্যায় অতিক্রম করে সম্মানিত পাঠকগণের হাতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম-এর নির্দেশে সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান মরহুম মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব-এর তত্ত্বাবধানে তিন বছর আগে উর্দু ভার্সন থেকে এই পুস্তকের অনুবাদ শুরু করেছিলাম। শুরুতে মূল আরবী গ্রন্থটি আমাদের হাতে ছিল না। উর্দু অনুবাদে বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষিত না হওয়ায় প্রায়ই সংশয়ে পড়তে হতো। ফলে অনুবাদ কাজ আর অগ্রসর হয়নি। বহু চেষ্টা করে মাত্র কিছু দিন পূর্বে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মূল আরবী গ্রন্থের একটি কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এরপর থেকে অনুবাদের কাজ চলতে থাকে। ইতোমধ্যে বহু গুণীজনের পক্ষ থেকে গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশের জন্য তাকিদ আসতে থাকে। সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি প্রায়ই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তাড়া দিচ্ছিলেন। বস্তুত গুণীজনদের আগ্রহ এবং সেক্রেটারি সাহেব-এর অব্যাহত তাকিদ ব্যস্ততার মধ্যেও প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

এ গ্রন্থটি বিশ্বখ্যাত বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের অধীন একটি গবেষণাকর্ম। গবেষণা কর্মটির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন বিশ্ববিখ্যাত শরীয়া বিশেষজ্ঞদের একটি দল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরা, শায়খ আলী আল-খাফীফ এবং ড. মাহমুদ মাহমুদ মোস্তফা।

বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত কোন গ্রন্থ আছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের বিশ্বাস, তাযির বা ইসলামী দণ্ডবিধি সম্পর্কে এটিই হবে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। বিষয় হিসেবে এটি যথেষ্ট জটিল। ফলে কোন কোন জায়গায় হয়তো অস্পষ্টতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে পারে। সুহৃদ পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি একান্তই আমার দীনতা ও অজ্ঞতা। আর সুন্দর ও ভালোটুকু মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। এ গ্রন্থ পাঠে সম্মানিত পাঠকগণ উপকৃত হলে আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর বিধান জানা এবং জীবনের সর্বস্তরে মানার তাওফীক দিন।

শহীদুল ইসলাম
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

গ্রন্থকারের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি ইনসাফ ও কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম নবী করীম স.-এর প্রতি যিনি সত্য সুন্দর ও সঠিক পথের দিশারী। এই গ্রন্থের নাম في الشريعة الاسلامية التعزير "ইসলামী দণ্ডবিধি"। ইসলামী শরীয়াহ আইন সম্পর্কে এ গ্রন্থটি প্রণিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইসলামী শরীয়ত শাশ্বত ও চিরন্তন, মহান আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ রহমত ও কল্যাণ। মহান আল্লাহ্ মানবজাতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েও সম্যক অবগত এবং তিনি জানেন কিসে মানবজাতির কল্যাণ আর কিসে মানবকুল হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর পনেরো শতাব্দি অতিক্রান্ত হয়েছে। ইসলাম মুসলমানদের জীবনকে আলোকিত করে এবং মুসলমানদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। প্রথম দিকের মুসলমানগণ ইসলামের বিধান সর্বতোভাবে পরিপালনে কোনরূপ ত্রুটি করেননি বরং প্রাত্যহিক চর্চা, অধ্যয়ন, গবেষণা ও অনুসরণের মাধ্যমে তাঁরা ইসলামকে একটি জীবন্ত জীবনবিধানের বিমূর্ত রূপে রূপায়িত করেছিলেন। এ কারণে ইসলামী শরীয়ত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, পৃথিবীর অন্য কোন বিধান তাকে স্পর্শ করবে তো দূরে থাক ইসলামী আইনের উচ্চমর্যাদার পাশও ঘেষতে পারেনি।

এরপর মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘ সময় গভীর নিদ্রায় কেটেছে। দীর্ঘদিনের লালন ও পরিচর্যার পর কালপরিক্রমায় মুসলমানগণ বিভিন্ন কারণে ইসলামী আইন থেকে দূরে সরে গেছে। সেই সব কারণ আলোচনা ও অনুসন্ধানের অবকাশ এখানে নেই। এক পর্যায়ে মুসলমানরা ইসলামের আদর্শিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তারা অন্য শরীয়তের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। ইসলামী সমাজ ও পরিবেশে যেগুলোর কোনই স্থান নেই। যার ফলশ্রুতিতে অবস্থা এমন হয়েছে যে, প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে সেখানে অনেক আবর্জনার স্তুপ জমা হয়েছে। মুসলমানদের কাছেও ইসলামের জ্যোতির্ময় আলোক নিষ্প্রভ হয়ে গেছে এবং গোটা বিশ্ববাসীর কাছে ইসলাম হারিয়ে ফেলেছে তার প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য।

আমার বিশ্বাস, ইসলামের স্বর্ণালী উত্তরাধিকারকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে, ইসলামের জ্যোতির্ময় সূর্যের নবোদয় ঘটাতে হলে, ইসলামী

আইনকে প্রগতির মানদণ্ড নির্ধারণ, যুগোপযোগীকরণ ও সামগ্রিক আইনের উৎস হিসেবে উন্নীত করার স্বীকৃত পদ্ধতি হলো গভীর অধ্যয়ন, গবেষণা ও ব্যাপক অনুসন্ধান। এতে ইসলামী আইনের অন্ত র্নিহিত তাৎপর্য ও আকর্ষণীয় রূপ আধুনিক আঙ্গিকে প্রকাশ করা যাবে এবং ইসলামী শরীয়তের মূল ও শাখা প্রশাখা যৌক্তিকভাবে আধুনিক আইনের কাছাকাছি নিয়ে আসা যাবে। আমার প্রত্যাশা এ কাজের মাধ্যমে আমি সেইসব যোদ্ধাদের কাতারে শামিল হবো; যারা ইসলামী আইন পুনর্জাগরণের সংগ্রামে লিপ্ত। যদিও এপথ কন্টকাকীর্ণ এবং আমিও সামর্থহীন।

আমি ইসলামী আইনকে আমার এই গবেষণার বিষয়বস্তু এজন্য নির্ধারণ করেছি, যাতে এর মাধ্যমে ইসলামী আইন গবেষণার পথ উন্মোচিত হতে পারে। বস্তুত এই গ্রন্থটি 'ইসলামী দণ্ডবিধির' উপর রচনা করার বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মুআমালাত তথা লেনদেন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে ফলে এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত স্পষ্ট ধারণা জন্মানোর কারণে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তাই আশা করা যায়, গবেষকগণ এক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সহজেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারবেন।

ইসলামী শরীয়তের অপরাধ নীতি সম্পর্কে বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষের ধারণা হলো, মানুষের জীবনে-এর বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের যুগ শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে ইসলামী আইন তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এ বিষয়টিই আমাকে ইসলামী শরীয়তের অপরাধ সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী করে তোলে।

হুদুদ ও কিসাসের ব্যাপারে ইতোমধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, আরো কিছু প্রকাশের পথে রয়েছে। এ কারণে আমি 'তাযির'কেই বেছে নিয়েছি; কেননা আমার জানা মতে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

এছাড়া বিষয়টি যতটুকু গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল ইত:পূর্বে ততটুকু গুরুত্বের সাথে তা দেখা হয়নি। এমনকি মুতাকাদ্দিমীনের কিতাবসমূহে তাযির সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনা পাওয়া যায় না। যদিও ফকীহগণ এর মূলনীতি ও শাখা প্রশাখা সম্পর্কে অল্প বিস্তর আলোচনা করেছেন। তবে তারা ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাযির বিষয়টি বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। অবশ্য 'আল-আশতার ওয়াশনী' এর ব্যতিক্রম। তিনি "আল-ফুসূলু খামসাতা আশারা ফিত-তাযির" 'তাযির সম্পর্কিত

পনেরো অনুচ্ছেদ' নামে একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু তাতে তাযির-এর বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা একত্রিতকরণ ছাড়া তার মৌল নীতিমালা সম্পর্কে তেমন আলোকপাত করা হয়নি।

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় তাযির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইসলামী দণ্ডবিধির সিংহভাগই তাযিরের অন্তর্ভুক্ত। যেসব বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে পূর্ব থেকে শাস্তি নির্দিষ্ট নেই এর সবকিছুই তাযিরের পর্যায়ভুক্ত। তাযিরের পরিধি এমনিতেই বিস্তৃত। আধুনিক যুগের অপরাধের নিত্য-নৈমিত্তিক রূপ ও ধরন তাযিরের পরিধিকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছে।

এ গ্রন্থে আমি একটি ভূমিকা, দু'টি বৃহৎ অধ্যায় এবং একটি উপসংহার উপস্থাপন করেছি। ভূমিকায় ইসলামী শরীয়তে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত তথা হুদুদ ও কিসাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি; যাতে আমি যেসব অপরাধে শাস্তি নির্ধারিত নেই সে সম্পর্কে আলোচনায় মনোনিবেশ করতে পারি। অতঃপর আমি তাযিরের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেই সাথে বিভিন্ন তাযিরী অপরাধ ও তাযিরীদণ্ডের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছি। এর পাশাপাশি ইসলামী শরীয়ত অপরাধ ও দণ্ডবিধানে যে তারতম্য করেছে তার গুরুত্ব ও কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। অতঃপর তাযিরের শ্রেণিবিভাগ ও নামকরণ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে আমি সেইসব অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি যেখানে তাযিরীদণ্ড সাব্যস্ত হয়। যার মধ্যে রয়েছে মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ, ইজ্জত ও সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থ-সম্পদ সম্পৃক্ত অপরাধ এবং রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধসহ ইত্যাকার অপরাধের বর্ণনা।

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি শুধুমাত্র তাযিরের বর্ণনাই প্রদান করেছি। আর তাযির হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূল স.-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয় এমন শাস্তি। তাতে আমি কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তাযিরের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ধরনের তাযিরী শাস্তি যেমন– দৈহিক শাস্তি, কারান্তরীণ করার শাস্তি এবং জরিমানা, অর্থদণ্ড এবং অন্যান্য শাস্তি যা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর এ গ্রন্থে বিশেষ একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছি; যাতে আমি তাযিরের শাস্তি বা দণ্ড বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং আর একটি অনুচ্ছেদে আমি তাযিরের দণ্ড মওকুফ হয়ে যাওয়া এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

সবশেষে আমি একটি উপসংহার রচনা করেছি। তাতে ইসলামী দণ্ডবিধির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছি। তাতে আমি বলতে চেষ্টা করেছি, ইসলামী দণ্ডবিধি কীভাবে সব যুগের জন্য এবং সবস্থানের জন্য কল্যাণকর, বাস্তবভিত্তিক ও বিবর্তনকে ধারণ করে। সময়ের বিবর্তনেও ইসলামী আইন কীভাবে কার্যকর ও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই; ভবিষ্যতে যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করবেন, আমার এই রচনা তাঁদের জন্য একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। আমি এর একেবারেই প্রাথমিক সূচনাকারী মাত্র। আশা করি, ভবিষ্যতের গবেষকগণ এ বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সক্ষম হবেন। আমি মহান আল্লাহর কাছে সেই সব অনাগত গবেষকগণের মধ্যে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করার দুআ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার শরীয়ত অনুধাবন ও অনুসরণের তৌফিক দিন।

- ড. আবদুল আযীয আমের
কায়রো, মিসর।

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা ১৭
হদ্দ এর আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ ১৭
হদ্দ ও হদ্দযোগ্য অপরাধ ১৮
চুরি ১৯
ডাকাতি ২০
ব্যভিচার ২৫
অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি ২৫
বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি ২৮

কযফ তথা অপবাদ

মদপান ৩৩
ইরতিদাদ বা ধর্মদ্রোহিতা ৩৭
বিদ্রোহ ৪০
বিদ্রোহীদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ ৪৩
কিসাসযোগ্য অপরাধ ৫১
স্বেচ্ছায় নরহত্যা ৫২
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিসাস ৫৫
ইসলামী শরীয়তে সুনির্দিষ্ট আইনের কিছু দায় ও বৈশিষ্ট্য ৫৭
দায় ৫৮
শর্তের মধ্যে সামঞ্জস্য ৫৮
অপরাধের প্রমাণ ৫৯
সংশয় সন্দেহ ৫৯
সন্দেহের সংগা ও প্রকার ৬০
সংশয়যুক্ত কর্ম ৬০
ক্ষেত্রের সংশয় ৬১
সন্দেহযুক্ত বিবাহ ৬২
সংশয়ের আইনগত পরিণতি ৬৩

তাযির বা শাস্তি

তাযির এর সংগা ৬৯
ফকীহদের দৃষ্টিতে তাযিরের সংগা ৬৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

হদ্দ ও কিসাসের সাথে তাযির ৭০
শাস্তি ও কাফফারা ৭২
তাযির : আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের হক ৭৪
হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ এর মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব ৭৭
হদ্দ কিসাস ও তাযিরের মধ্যে পার্থক্যের বিভিন্ন দিক ৮৯

শাস্তির ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানগর্ভ কর্মনীতি

সাধারণ অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট না করার কারণ ৯৬
কিসাসকে ব্যক্তি অধিকারভুক্ত করার কারণ ৯৬
হদ্দ ও কিসাসের অপরাধের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য ৯৭
কিসাস ক্ষমা করার পরও কেন তাযিরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? ৯৮
অপরাধ ও শাস্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত ৯৯
সারকথা ১০১

ইসলামী আইনে তাযিরী অপরাধ

অপরাধের সংগা ১০৩
গোনাহের সংগা ১০৩
মুসতাহাব ছেড়ে দেয়া এবং মাকরূহ কর্ম করার বিধান ১০৬
মাসিয়াত বা গোনাহ ছাড়াও তাযিরী শাস্তি ১০৮
মাসিয়াত (গোনাহ) সাব্যস্ত হওয়ার পরও শাস্তি রহিত হয়ে যাওয়া ১১০
অপরাধ গোনাহর সমার্থক নয় ১১১

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী আইনে মানুষের বিরুদ্ধে দৈহিক ও প্রাণঘাতি অপরাধের শাস্তি ... ১১৩
মানব সত্তার বিরুদ্ধে অপরাধ কয়েক প্রকার ১১৩

প্রথম পরিচ্ছেদ
হত্যার প্রকারভেদ

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাকৃত হত্যা ১১৬
কোন কারণে হত্যাকারী রূপে গণ্য হওয়া ১২০
নিহত ব্যক্তি যদি হত্যাকারীর অংশ হয় ১২২
যে নিহত ব্যক্তি পরিপূর্ণ নির্দোষ নয় তাকে হত্যাকারীর শাস্তি ১২৪

বিষয় **পৃষ্ঠা**

রক্তমূল্যে অসমতা ১২৫
রক্তপণের ক্ষমা ১২৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা..... ১৩০
ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যার উদাহরণ ১৩২
ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের পরিণতি..... ১৩৩
আধুনিক আইনের সাথে শরয়ী আইনের পার্থক্য ১৩৪

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভুল হত্যাকাণ্ড..... ১৩৫
সংকল্পে ভুল..... ১৩৫
সংকল্প ও কর্মে ভুল..... ১৩৬
ভুল হত্যার বিধান ১৩৬

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ভুল হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত হত্যা..... ১৩৭

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

কারণগত হত্যাকাণ্ড..... ১৩৯
কারণগত হত্যাকাণ্ড ও ভুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য..... ১৪২
তুলনামূলক পর্যালোচনা ১৪৩
কারণগত হত্যাকাণ্ডের বিধান ১৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের দৈহিক ক্ষতিসাধনের বিধান ১৪৬
হত্যাকাণ্ডের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে কিসাস কার্যকর হওয়ার শর্তাদি... ১৪৬
একটি অঙ্গ কর্তনের অপরাধে কি একাধিক অপরাধীর অঙ্গ কর্তন করা যাবে? ১৪৯

প্রথম অনুচ্ছেদ

কোন অঙ্গহানি ঘটানো কিংবা বিকলাঙ্গ করার শাস্তি ১৫৩
উল্লেখিত অপরাধে ইচ্ছাকৃত অপরাধের নামে
সাদৃশ্যপূর্ণ কোন পর্যায় আছে না নেই..... ১৫৩
যেসব ইচ্ছাকৃত অপরাধে কিসাস হয় না..... ১৫৫
সাদৃশ্য না থাকা..... ১৫৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

যে ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়..... ১৫৮
পূর্ণ দিয়াতের ক্ষেত্র..... ১৬৭
যে অবস্থায় দিয়াতের অংশ বিশেষ নির্ধারণ করা হয় ১৬৯
বর্ধিত দিয়াত.....১৭১
অতিরিক্ত দিয়াত ১৭২

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমের প্রকারভেদ এবং এর বিধান..... ১৭৬
শাজাজ ১৭৬
মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাতের প্রকারভেদ..... ১৭৭
বিভিন্ন ধরনের শাজাজ অর্থে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ ১৭৭
মাথা ও চেহারার আঘাতে কিসাসের বিধান ১৭৯
মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমে জরিমানা ১৮২
মাথা ও মুখমণ্ডলের জখমের ক্রমধারায় মুযিহার পরের
জখমগুলোর অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্দিষ্ট ১৮৩

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

জখম (আল-জারাহ) ১৮৬
জখম দুই প্রকার ১৮৬
জখমের কিসাস (শাস্তি)..... ১৮৭
জখমের ক্ষেত্রে জরিমানা ১৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইনে মানবজীবন ও দেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের শাস্তি.... ১৯৪
অপরাধকর্মের দু'টি পর্যায়..... ১৯৪
অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপ ১৯৫
ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো থেকে বিরত থাকা ১৯৬
হত্যাকাণ্ড ঘটাতে গিয়ে যদি অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হয় ১৯৮
হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপ গ্রহণের শাস্তি ১৯৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরহত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের শাস্তি..... ২০১

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইচ্ছাকৃত যে নরহত্যার কিসাস কার্যকর হয় না..... ২০১

বিষয় **পৃষ্ঠা**

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের অপরাধে তাযিরী শাস্তি ২০৬
ইচ্ছাসদৃশ হত্যাকাণ্ডের যদি পুনরাবৃত্তি না ঘটে ২০৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ
হত্যার চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের অপরাধের তাযিরী শাস্তি ২০৯
ইমাম মালিক র.-এর অভিমত ২০৯
অন্যান্য ইমামগণের অভিমত ২১০
গ্রন্থকারের মতামত ২১০
চতুর্থ অনুচ্ছেদ
ভুলবশত হত্যা এবং এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ ও তাযিরী শাস্তি ২১২
যেসব আঘাতে শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না সেসব আঘাতের তাযিরী শাস্তি ... ২১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানহানি এবং অন্যান্য চারিত্রিক অপরাধ ২১৯
যেনা কযফ গালি-গালাজ ২১৯
প্রথম পরিচ্ছেদ
১. যে যেনায় হদ্দ নেই ২২০
সংশয় সন্দেহ এবং এর প্রভাব..... ২২০
ক. কর্মের ক্ষেত্রে সংশয়ের উদাহরণ ২২১
খ. মালিকানার ক্ষেত্রে সংশয় সন্দেহের উদাহরণ ২২২
গ. আকদ বা বিবাহ চুক্তির ব্যাপারে সংশয়..... ২২২
ঘ. জীবিত নারী হওয়া..... ২২৬
ঙ. জীবজন্তু, নারীকর্তৃক কিংবা পায়ুপথে সঙ্গম..... ২২৭
যেনা যদি পুরুষের দ্বারা সংঘটিত না হয় ২২৭
যেনা যদি নারীর যোনী পথে না হয়..... ২২৮
নাবালেগ ও নাবালেগার বিধান ২৩২
২. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনামূলক অপরাধ ২৩৩
অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা ২৩৫
চরিত্রহননমূলক কর্মকাণ্ড..... ২৩৬
হস্তমৈথুন ২৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
যে কযফ ও গালিগালাজে হদ্দ নেই

প্রথম অনুচ্ছেদ
যে কযফে (মিথ্যা অপবাদ) হদ্দ নেই ২৩৯
অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি মুহসিন (সচ্চরিত্র) না হয় ২৩৯
অজ্ঞাতের প্রতি অভিযোগ ২৪৪
যেসব শর্ত কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ২৪৫
অপরাধ কর্ম সম্পাদনে যদি অভিযুক্ত অক্ষম হয় ২৫৩
শর্তযুক্ত ও বিলম্বিত কযফ ২৫৬
গালমন্দ তিরস্কার ভর্ৎসনা..... ২৫৭
কটুকাটব্য ২৫৭